দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

C52

তারিখ 28 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

29

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ শনিবার, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫

পরীক্ষা নকল ও প্রতিকার

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধীনে বিভিন্ন কেন্দ্রে ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রে হাঙ্গামা, ভাংচুর এবং ইট-পাটকেল ছোঁড়া। সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার টঙ্গী সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ডিগ্রী পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা চলাকালে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট একজন ছাত্রের দেহ তল্লাশি করলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ কক্ষের কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থী ক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষার হল থেকে বাইরে চলে যায় এবং তাদের সমর্থক বহিরাগত অছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। ফলে, গাজীপুরের কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট, দুইজন অধ্যাপক এবং দুইজন ছাত্রও আহত হয়। ছাত্ররা কয়েকটি উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলে ও চারটি উত্তরপত্র জমা না দিয়েই চলে যায়। অপরদিকে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। সেখানে কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে নকল করতে না দেওয়া হলে তারা মারমুখী হয়ে ওঠে। টেবিল চেয়ার ভাংচুর ও উততরপত্র, স্বাক্ষর শীট ছিঁড়ে ফেলে তারা পরীক্ষার হল ত্যাগ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সে কেন্দ্রে পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিন থেকেই নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজ থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়। পরবর্তীতে ঐ কেন্দ্র ও সোনারগাঁও এবং রূপগঞ্জ কেন্দ্র থেকে মোট ৫৬ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। নকল প্রতিরোধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গৃহীত হলে ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ কেন্দ্রের ১শ' ৮৩ জন পরীক্ষার্থী নিজেরাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। অপরদিকে, পরীক্ষার্থীদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কায় চৌমুহনী সরকারী সালেহ আহমদ কলেজ কেন্দ্রে অবাধে নকল করতে দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সবারই মনে প্রশ্ন জাগবে যে, ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে এসব ঘটছেটা কি? একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই তারা বুঝবেন এসব উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাস্তাঘাটে মারপিট, বেআইনী চর দখল আর পরীক্ষার হলে ভাংচুর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব একই সূত্রে গাঁথা। একই মানসিকতা প্রসূত। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পরীক্ষক শিক্ষিত ভদ্রলোকদের দ্বারা এসব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অতীতেও কখনো সম্ভব হয় নাই। আমরা মনে করি, পরীক্ষার হলে এই মারদাঙ্গা পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। বিরূপ পরিস্থিতি দমনে সরকারের হাত দুর্বল বলে আমরা মনে করি না। সুতরাং পরীক্ষার হলে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি অব্যাহত রাখতে এবং কর্তব্যরত ম্যাজেস্ট্রট ও অধ্যাপকদের এবং নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা অপারগ হবেন কেন? সুতরাং এ ব্যাপারে সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের হাতের কব্জা শক্ত করতে হবে। আমাদের পরবর্তী প্রস্তাব, সরকারকে শিক্ষাঙ্গনের পরীক্ষা বিষয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এই পরিকল্পনার অধীনে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণগুলো কি এবং কোথায় তা খুঁজে বের করে তার প্রতিবিধান করতে হবে। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে সাবেককালের মত আজকের শিক্ষকগণ হৃদয়গ্রাহী শিক্ষাদান করতে বিমুখ কেন, কেন ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণে এত অনীহা বোধ করেন? পরীক্ষায় তাদের এত ভয় কিসের? তবে কি তারা শিক্ষা বিরোধী? যদি তাই হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরীক্ষার হলগুলোতে অকারণ লোকের ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি? যারা পড়তে চান না, জ্ঞানার্জন করে পরীক্ষা দিতে চান না, তারা এসব এলাকায় না এলে ক্ষতি কি? সেই সঙ্গে খুঁজে পেতে হবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিকতা বাড়ে কেমন করে, কি উপায়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে— শিক্ষাঙ্গনের এই হুজুমমূলক পরিস্থিতি বিশ্বের দরবারে আমাদের জাতীয় সম্মানকে উন্নত নয় বরং অবনতই করবে। সরকার এবং শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে জড়িত সকল মহল বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধান করবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি।